গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজিস্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
Web:www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-২০৮

তারিখঃ ১৪/০৭/২০১৭ খ্রিঃ
সময়ঃ সন্ধ্যা ৬.০০ টা

সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নেই।

আজ ১৪ জুলাই, ২০১৭ ইং তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস: ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি, নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে দক্ষিন/দক্ষিনপুর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসঃ খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাজহী, রংপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হাল্কা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

।দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরুপ:

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩২.৯	৩১.৩	৩৩.৫	৩২.৩	৩৪.২	৩৪.০	৩৩.৮	৩০.৪
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৫.৭	২৫.১	২৪.৬	২৪.৯	২৬.০	২৫.৪	২৬.০	২৫.৫

দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ৩৪.২° সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ফেনী ২৪.৬° সে.।

নদ-নদীর পানি হ্রাস /বৃদ্ধির সর্বশেষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো)

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০৫ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৪টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০৪ টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	২৭ টি	বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে	১৬টি

অদ্য নিম্নবর্ণিত ১৬ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

স্টেশনের নাম	নদীর নাম	গত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (সে.মি.)
দিরাই	পুরাতন সুরমা	-১	+১
গাইবান্ধা	ঘাঘট	-১	+৪৩
চিলমারী	ব্রহ্মপুত্র	-২	+৩৫
বাহাদুরাবাদ	যমুনা	+৩	+৮৭
সারিয়াকান্দি	যমুনা	০	+৫৮
কাজিপুর	যমুনা	-৪	+৬২
সিরাজগঞ্জ	যমুনা	-৪	+৬৯
বাঘাবাড়ি	আত্রাই	+১৩	+২৩
এলাসিন	ধলেশ্বরী	+৯	+৫৮
গোয়ালন্দ	পদ্মা	+১৫	+৫
ঝিকরগাছা	কপোতাক্ষ	+১	+৫
কানাইঘাট	সুরমা	+২	+৪৯

অমলশীদ	কুশিয়ারা	+২৯	+৬৯
শেওলা	কুশিয়ারা	+১৬	+৬৫
শেরপুর-সিলেট	কুশিয়ারা	+১০	+৭
জারিয়াজঞ্জাইল	কংস	-৮	+৪২

গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ(গতকাল সকাল ০৯ টা থেকে আজ সকাল ০৯ টা পর্যন্ত)

ষ্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টির পরিমাণ (মিমি)	ষ্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টির পরিমাণ (মিমি)
নোয়াখালী	৫৭.৫	কানাইঘাট	৪০.০
সিলেট	৫৩.০	সুনামগঞ্জ	৩৩.০

অগ্নিকান্ডঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার জানান, আজ উল্লেখযোগ্য কোন অগ্নিকান্ড নেই।

বন্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি:

সিলেট: জেলা প্রশাসক জানান যে, অতিবর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় জেলার ৮ টি উপজেলায় ৫৬টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা ,৪৮৬ টি গ্রাম ,২১,৬৪৫ টি পরিবার ,৪,৮৯৬টি ঘরবাড়ি,লোকসংখ্যা ১,৪৯,৮৩০জন, ফসল ৪৩৩০হেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।মৃত হাঁসমুরগী ও গবাদিপশুর সংখ্যা ৭৪২১ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে ১৫৮ টি ।আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে ১৩ টি । ১৯১ টি পরিবারের ৮৪৮ জন লোক আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে। ক্ষতি গ্রস্ত লোকদের সাহায্য হিসেবে ৪৬৩.৫৫০ মে, টন চাউল এবং ৭,৬২,৫০০ টাকা বিতরন করা হয়েছে।এছাড়া ২,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বন্যার্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।বর্তমানে মজুদ আছে ৫০০মে.টন চাল এবং ৭,০০,০০০টাকা।ধীরে ধীরে পানি কমতে শুরু করছে এবং বন্যার পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

মৌলভীবাজার : জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টি ও পাহড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় জেলার ৭ টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপেজলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (কুলাউড়া ,বড়লেখা ও জুরি) । জেলার ২৫টি ইউনিয়ন ,১টি পৌরসভা ,৫৩,৫৫২ পরিবার, ২৯৪টি গ্রাম,২,৯৪,২৭০ জন লোক,৫২৫ টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ , ৬,৯০৮ টি ঘরবাড়ি আংশিক ,৫,৬৪৩হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে ১৩৭ টি । আশ্রয় কেন্দ্র খোলা আছে ২০টি। ৩৪৬টি পরিবারের ১,৬৬১জন লোক আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে । জেলার বড়লেখা উপজোয় ৪ জন ,রাজনগর উপজেলায় ২জন এবং জুরি উপজেলা ৪ জনসহ মোট ।১০জন লোক এ পর্যন্ত মারা গেছে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্য হিসেবে ৫২৫ মে.টন জি আর চাউল ও গম এবং মে মাসের ৮ তারিখ থেকে হাল পর্যন্ত ২৬,৫০,০০০ জিআর ক্যাশ ও ২০০০ ব্যাগ শুকনো খাবার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

জামালপুর: জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয় যে, অতিবর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলে জেলার ৭ টি উপজেলার ৪৫টি ইউনিয়ন , ২ টি পৌরসভা,লোকসংখ্যা ১,৯৩,৪২১জন , পরিবার ৩৭,৭৩৫টি (আংশিক) ,গ্রাম ৪০৩টি ,ঘরবাড়ি ১২১ টি (সম্পূর্ণ), ৫৬০টি (আংশিক) ,ফসল ৪,৬৯৬ হেক্টর (আংশিক) কাঁচারাস্তা ৯০কি.মি. (আংশিক) ,পাকারাস্তা ২৭ কি.মি. (আংশিক), ব্রীজ কালভার্ট ১টি, বাঁধ ৩ কি.মি. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১১৩টি (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ২৯৫টি।আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা ৮টি ,আশ্রিত লোকের সংখ্যা ৩,৭৮০জন । ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের সাহায্য হিসেবে ২৫০মেট্রিক টন চাউল এবং ৪,৭৫,০০০টাকা এবং ৪,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

বগুড়া :জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয় যে , অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে জেলার ৩ টি উপজেলার (সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট) ১৪টি ইউনিয়ন ,গ্রাম ৯৩টি, পরিবার ১৭,০৪০টি, ফসল ৪,৯১৫ হেক্টর, বাঁধ পাকা রাস্তা ৫ কি.মি. কাঁচারাস্তা ৬০ কি.মি., শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৮১টি, ক্ষতিগ্রস্ত হয ।আশ্রয়ণ প্রকল্পে আশ্রিত লোকসংখ্যা ৭৬৫ জন ,বাঁধে আশ্রিত পরিবারের সংখ্যা ৩,৫২৫ টি । ক্ষতিগ্রস্তদের সাহার্যার্থে ১৯০মে.টন জিআর চাউল এবং ২,৫০,০০০টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

গাইবান্ধা : জেলা প্রশাসক জানান যে, বন্যায় জেলার ৭টি উপজেলার মধ্যে ৪টি উপজেলার ২৯ টি ইউনিয়নের ১৯০টি গ্রামের ২,০৯,০৩৭জন লোক, পরিবার ৫২,৩৩৫টি,ঘরবাড়ি ১২,০২৭টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।২৪টি আশ্রয় কেন্দ্রে ৩,৪৪৮জন লোক অবস্থান করছে। ইতোমধ্যে বন্যার্তদের মাঝে ১৯৫ মে.টন জিআর চাউল ,১৩,৫০,০০০ টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।বর্তমানে বন্যার পানি স্থিতিশীল রয়েছে।সদর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাংগনে বেশ কিছু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে । ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের গৃহনির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সিরাজগঞ্জ : জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে ,বন্যায় জেলার ৫ টি উপজেলা (সিরাজগঞ্জ সদর, কাজীপুর, বেলকুচি ,চৌহালী, শাহাজাদপুর) এর নিচু এলাকা প্লবিত হয়েছে।বন্যায় ৫টি উপজেলার ৫০টি ইউনিয়নের মধ্যে ৪৪টি ইউনিয়রের ২৪৭টি গ্রাম,পরিবার ৪৭,৪৬০টি , লোকসংখ্যা ২,২০,৪৫০ জন ,ফসল সমপূর্ণ ৯,১৪০ হেক্টর ,আংশিক ৭,৫৭৪ হেক্টর , শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমর্পণ ৮ টি , আংশিক ৩২৩টি ,বাঁধ আংশিক ৬ কি.মি. ক্ষতিগ্রস্ত হয়।ক্ষতিগ্রস্তদের সাহার্যার্থে ৩৩৮.০৬মে. টন জি আর চাউল , জি আর ক্যাশ ৮,৩৫,০০০বিতরণ করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম : জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, জেলার ৭ টি উপজেলার ৪১ টি ইউনিয়ন ,১টি পৌরসভা,গ্রাম ৫৪৮ টি ,পরিবার ৪৯,৩৯২,লোকসংখ্যা ১,৭৮,২৩২ জন,ঘরবাড়ি ৪৯,৩৯২,ফসল ৩,৮১২ হেক্টর ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৪৩ টি ,ব্রীজ ১৭টি (আংশিক), বাঁধ ১.৫ কি.মি. ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে ২৫৯টি।ক্ষতিগ্রস্তদের সাহার্যার্থে ৪০০মে.টন চাল এবং১১,৫০,০০০ টাকা এবং ২,০০০ প্যাকেট শুকনো

খাবার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।বন্যার পানি কমতে শুরু করছে।

লালমনিরহাট: জেলা প্রশাসক জানান যে, জেলার ৩টি উপজেলার ১৫টি ইউনিয়ন এবং ২২,৪৫৭টি পরিবার (আংশিক)ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যান্য উপজেলায় বন্যা দেখা দেয়নি ।হাতিয়া উপজেলার বন্যার পানি নেমে গেছে । বন্যার্তদের জন্য ৩৫০মে.টন জি আর চাল বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং২০৩মে.টন বিতরণ করা হয়েছে । ১৪,৫০,০০০ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং ১১ ,৫০,০০০টাকা বিতরন করা হয়েছে।

রংপুর: জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টি ও উজানে নেমে আসা পানিতে জেলার ৩টি উপজেলা (গংগাচুড়া , কাওনিয়া , পীরগাছা) এর ১১টি ইউনিয়ন,৪৫টি গ্রাম, ৯,৪৮৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পীরগাছা উপজেলায় ২টি স্কুলে পানি প্রবেশ করেছে। গংগাচুড়া উপজেলায় তিস্তা নদীর ভাংগনে ১৩০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গংগাচুড়া উপজেলায় ৪০মেট্রিক টন, কাউনিয়া উপজেলায় ১০মে.টন এবং পীরবাগাছা উপজেলায় ১০মে.টন চাউল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

নীলফামারী: জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবর্ষণ ও উজানে নেমে আসা পানিতে জেলার ২টি উপজেলা (ডিমলা এবং জলঢাকা) এর ১০টি ইউনিয়ন এবং ৩,০০০পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে পানি কমতে শুরু করেছে এবংপরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থদের সাহার্যার্থে ৩৭৫ মে.টন চাল এবং ৬,৫০,০০০টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

টাংগাইল: জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার ৪টি উপজেলা (ভুয়াপুর ,গোপালপুর, কালিহাতী, দেলদুয়ার) এর নিম্ন অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। বন্যার পানি স্থিতিশীল রয়েছে।

(জি এম আব্দুল কাদের)
উপ-সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোন: ৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ ত্রাণ/দুব্য/সিপিপি ও এনডিআরসিসি/উন্নয়ন/ত্রাণ প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা।
০৯। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধসহ।
১০। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১২। যুগ্ম সচিব (প্রশাঃ/ সেবা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/সমন্বয় ও সংসদ/ত্রাণ প্রশাসন/আইন সেল/দুব্যপ্রঃ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। উপ-সচিব (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রশাঃ/বাজেট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধসহ।
১৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৭। মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) খোলা রয়েছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ email নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; **ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। Email: ndrcc@modmr.gov.bd/ drcc.dmrd@gmail.com**
হট লাইনঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, ০১৭১১-১৬১৯২৬, ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, মোবাইল নম্বরঃ অতিরিক্ত সচিব (এনডিআরসিসি) ০১৭৩৭-২৫০৮৮৮, www.modmr.gov.bd